সেন্টার পার্কস বেলজিয়াম

সাহিত্য রঞ্জন পাল
sahitya@methopath.com

পৃথিবীটা তার আপন অক্ষের চতুর্দিকে নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরছেই, ঘুরবেই। আমরা তার বিরুদ্ধে কিছু করছি না করবো না, করার কথা ভাবতেও পারি না। অর্থাৎ সময় গড়িয়ে চলছেই, চলবেই। আর এই গড়িয়ে চলার প্রভাব পড়ছে প্রকৃতির উপর। অবশ্যই সর্বত্র সমান ভাবে নয়। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ভাবে। এই যেমন তেমনের ব্যাপারটা যেন আমার চোখে একটু বেশি করে পড়ে। কারণও যুক্তিসংগত। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এক প্রকৃতিতে আর অবস্থান আরেক প্রকৃতিতে। সত্যি বিচিত্র প্রকৃতি এই ইউরোপের। বিচিত্র কথাটা পজিটিভ এবং নেগেটিভ মিলিয়ে। মনে করুন ঈশ্বর আপনাকে নতুন একটা ভুখন্ড প্রদান করে জিজ্ঞেস করছেন, "কোন ধরণের প্রকৃতি তুমি চাও? রৌদ্রজ্জল, উষ্ণ? নাকি বৃষ্টিময়, প্রচন্ড ঠান্ডা ও রৌদ্রবিহীন"? প্রথমটি নয় কি? ঠিকতাই প্রথম আরাম দায়ক প্রকৃতিটি আপনার আমার সাথে মশা-মাছি সহ নানা প্রকার রোগজীবানুবাহী ভয়ঙ্কর কীটপতঙ্গ গুলোও পছন্দ করে নিয়েছে। কাজেই ওদের অবাঞ্ছিত ভীড়ও সেখানে থাকবেই। আর দ্বিতীয়টি কম প্রীতিকর বিধায় ওদের থেকেও মুক্ত। সুতরাং পৃথিবীর বৈচিত্র সন্দেহাতীত।

পাঠক সত্যি ইউরোপীয়ান প্রকৃতির এই বৈচিত্র আমার কাছে ভীষণভাবে ধরা পড়ে। মনে মনে তার এমন বর্ণনা জমা হয়ে আছে লিখতে গেলে বৃহৎ গ্রন্থাকারেও শেষ করতে পারব কিনা বলতে পারবো না। আজকের এই ভ্রমন কাহিনীটি মোটেও সেই প্রসঙ্গো যদিও নয় তবুও রূপক হিসেবে ছোট্ট একটু উপস্থাপন না করলেই যেন নয়। অফিসে হাজারো কাজের একমাত্র আউটপুট মনিটরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যখন অপরাহ্নে চোখ ও মাথা দুটোই ক্লান্ত হয়ে আসে তখন জানালা দিয়ে সামনের সবুজ চত্বরটির মাঝের গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকি। কি বিস্ময়কর, আজ এমুহূর্তে লিখতে গিয়ে স্মরণে এল সত্যি আমিতো গাছটির নাম জানিনা। আগামীকাল কলিগদের জিজ্ঞেস করে অবশ্যই জেনে নেব। ওখানে অবশ্য দুটি গাছ। অপরটি আমার পরিচিত, এভারগ্রীন এবং বৈচিত্রহীন বলে আমার আলোচনার বিষয় নয়। আজব মনে হচ্ছে কী? সারাক্ষণ শুধু একটি গাছের প্রতি দৃকপাতে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে? সত্যি করেই তাই, আমি একটি গাছের দিকে তাকালেও রূপ দেখছি অনেকগুলো।

লক্ষ্য করুন এ মুহূর্তে আমি যখন তাকিয়ে আছি তখন চূড়াকার গাছটির পাতাগুলির রং অর্ধেক সোনালী এবং অর্ধেক মলিন সবুজ। কয়েক দিন পরই মলিন সবুজ পাতাগুলিও সোনালী রং ধারণ করবে এবং তারপর ঝরে পড়বে। মনটা কেমন যেন ব্যথিত হয়ে ওঠে। অথচ এ পাতা গুলিকেই আমি বিগত কয়েকদিন আগে কঁচি সবুজে দেখেছি। আরো কয়েকদিন পর দেখব একটি ন্যাংটো বৃক্ষ। পাতাবিহীন গাছটাকে দেখে মৃত মনে হলেও সে তখন জীবিত। তখন শীতকাল। আমি তখন ন্যাংটো মৃতবৎ বৃক্ষটির দিকে তাকিয়ে আকলেও মনের পর্দায় ভেসে ওঠা একই গাছটির পাতাময় দৃশ্যগুলো দেখতে থাকি। এরই মাঝে কোন এক সময় তুষারে ঢেকে ধবল গাছটি রাশান রূপকথার সেই বিস্ময়কর রূপ ধারণ করবে। তখন অবশ্য সবকিছুই তুষার ধবল। কিন্তু আমার দৃষ্টি তবুও সেই শুধু কেঁড়ে নেয়। এখন প্রচন্ড শীত। কিন্তু আমার মনের পর্দায় তখন শরতের সোনালী পাতাময় বৃক্ষটির রূপ ভেসে উঠছে। কোন এক সময় তুষার থেকে বেরিয়ে আসা নগ্ন গাছটিতে আবার মুকূল ফুটে ওঠে। অনেকদিন লুকিয়ে থাকা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা সূর্যের হঠাৎ চকমকে আলোয় আমার মনের সাথে আথে গাছের ছোটমুকূল গুলিও চকমকিয়ে ওঠে। কি অদ্ভুত সে দৃশ্য শুধু অনুভবের মাত্র, বর্ণনীয় নয়।

তখন বসন্ত। আমার শুধু এ সময় ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা, ঐ সময়ের একই দিনের রোদ, বৃষ্টি, কুয়াশা, তুষার ইত্যাদি সমস্ত সম্ভবের প্রকৃতিতে শুধু তুষারপাত যেন না হয়, নতুবা মুকূলগুলো কিছু কালের জন্য আবার লুকিয়ে যাবে। যদিও আমার মোটেও তর সইছেনা। আমার প্রার্থনা সত্যি হলে কিছুদিনের মধ্যেই মুকূলগুলি হাসিতে লুটিয়ে পড়ে এবং ছোট ছোট কঁচি সবুজ পাতায় ছেয়ে যায়। প্রচন্ড ভাললাগার মাঝেও আমার মনটা এক অবাঞ্ছিত, অবশ্যম্ভাবী আশংকায় ছেয়ে ওঠে। এই নতুন কচি পাতাগুলিই কদিন পর শরৎে সোনালী বৃদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়বে! ঝেটিয়ে বিদেয় করতে চাইলেও মনের পর্দায় একপ্রকার জোরকরেই তখনকার সোনালী ও মলিন সবুজ পাতা ভরা দৃশ্য ফুটে উঠতে চায়। আর আমি তখন তাকে ভুলে যেতে আবার সেই বিরক্তিকর মনিটরে কাজের আড়ালে মুখ লুকাই।

গ্রীষ্মে সজীব গাছটির সবুজ পাতাগুলির উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যখন তাদের উল্টেদেয়, ক্ষনিকের জন্য যেন প্রকৃতিও পাল্টে যায়।কেননা পাতাগুলির বিপরীতদিকের রং একটু আলাদা।

কাজে তো ক্লান্তি আসবেই। আসলে এই ক্লান্তির মুল কারণ একঘেয়েমি। শুধু কাজ কেন একঘেয়ে ভাবে ঘুমুতে থাকলেও মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায়। নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে চাই মাঝে মাঝে পরিবর্তন অর্থাৎ ছুটি। "মেইড ইন জার্মানি" যে কোন জিনিসের বাজারজাত করনের সব চেয়ে বড় বিজ্ঞাপন। মেইড ইন জার্মানি দেখলেই একজন ক্রেতা দুপয়সা বেশী দিয়ে হলেও সেটাই কিনছে এই নির্ভরতায় যে, সেখানে প্রতারিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই, মান ভাল হবেই। এই যে বিশ্বস্থতা তা এমনিতেই হয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ জার্মানিকে অর্জন করতে হয়েছে। জার্মানদের সাথে বসবাস এবং কাজ করার মধ্য দিয়ে সে সত্যতার সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। সত্যি এ জাতি কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝেনা। আমাদের বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়

শব্দটি ("ফাকি") এদের ভাষায় কী, আমার এক যুগের জার্মান সহাবস্থানেও শেখা হয়ে ওঠেনি এমন কি জার্মান অভিধানে সরাসরি আছে কিনা তাও জানিনা। সরাসরি বলছি এজন্য যে, ভাষান্তরের সময় ব্যাখ্যা করে অনেক শব্দের মানে বোঝানো হয়, যে শব্দগুলি সে ভাষায় সরাসরি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ফাঁকি এখানে যে কেউই দিতে পারে ইচ্ছে করলেই। কিন্তু সেটাতো এরা করেই না, বরঞ্চ তেমনটি কেউ করলে অন্যান্যরা তাকে অসামাজিক দৃষ্টিতে দেখে এবং তার থেকে সবাই নিজেকে সরিয়ে নেয়। এরা কাজ করে অর্থ প্রাপ্তির আশায় নয়, জীবন যেন থেমে না যায় সে জন্য। আর নিশ্চয় এ কাজ থেকে একসময় ক্লান্তি আসবেই, আর তাই কাজের পাশাপাশি ছুটি অর্থাৎ জার্মান ভাষায় "উরলাউব" খুবই জনপ্রিয় শব্দ। প্রতি বৎসর প্রতিটি মানুষ বা ফ্যামিলি অন্তত দুবার ছুটি কাটাতে দেশান্তরিত হচ্ছে (বিশ্বব্যপী পরিচিত জার্মান শব্দ "রাইজে লুস্ট" অর্থাৎ ভ্রমনের ইচ্ছে)।

কোনদিন ভাবতে না পারলেও ভবিতব্যের কারণেই হয়তো ভ্রমণ প্রিয় সেই জাতির "ডয়েচেস রাইজেব্যুরো" অর্থ্যাৎ ইংরেজী করলে যা দাড়ায় জার্মান ট্রাভেল এজেন্সীতে আমার চাকুরি। আমার রাইজেলুস্ট হিসেব করলে বলা যেতে পারে জাতিগত ভাবে না হলেও ব্যাক্তিগত ভাবে জার্মানদের চাইতেও বেশী। এজন্যইতো শেষ পর্যন্ত প্রবাসীই হয়ে পড়েছি। বৎসরে নিদেন পক্ষে দুবার আমিও ছুটে চলেছি দেশান্তরে। কিছুদিন পুর্বে ইউরোপীয় বসন্তে ঘুরে এলাম উত্তরের দেশ ডেনমার্ক থেকে। তখন সিভোলীর বয়স ৬ মাস মায়ের পেটে। যদিও সামার ইউরোপে ঘুরে বেড়ানোর সময় তবুও বেচারার একসময় পৃথিবীতে আগমনের কারণ ঘটবে বিধায় আমাকে তার পুর্বে ততটা সুবিধা জনক না হলেও ঐ সময়কেই বেছে নিতে হয়েছিল। তো পৃথিবী আপন অক্ষে চক্কর খেতে রইল, কারণ ছিল, ঘটনা ঘটল, সিভোলীর ভুবনাবোতরণ হল। ওর বয়স এখন মাতৃগর্ভের বাইরে একমাস হলো মাত্র, তো আমরা আবার ক্লান্ত হয়ে গেলাম এবং রাইজে লুস্ট আমাদের পেয়ে বসল।

সবকিছু যেন ঠিকঠাক করাই ছিল। একেবারেই হঠাৎ করেই চলে এল এক্সপেডিয়েন্ট অফার। Center Parks সহ আরো অনেকগুলো কোম্পানি, আমাদের কোম্পানির ফিনিক্স সিস্টেম ব্যবহার করে চলছে অনলাইনে ট্রাভেল বুকিং এর জন্য। আইটি হিসেবে আমার দায়িত্বের একটি হল এসমস্ত অন্য কোম্পানিগুলোর এনেগেজমেন্ট সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ করছে কি না তার তদারক করা। বাহ্যিক এসমস্ত ট্রাভেল এজেন্সিগুলির নামের বাইরে মুলতঃ আমার আর বেশি পরিচিতি বা জ্ঞান তাদের সম্পর্কে নেই অথবা থাকার প্রয়োজনও পড়ছেনা। ঠিক সেই Center Parks এ সময়ে ৬০% অফ এক্সপেডিয়েন্ট অফার করে বসল। লুফে নিলাম। কোথায়, হল্যান্ড এর সিমান্তে বেলজিয়ামের 'ডে ফোসেমেয়ার' এ।

সেন্টার পার্কস দেখা এবং হল্যান্ড ও বেলজিয়াম ঘোরা। এক ঢিলে তিন পাখি। লিপিকে জিজ্ঞেস করলাম যাবে? হেসে উত্তর এল যদিও ছোট বাচ্চা রয়েছে তবুও হতে পারে। সিভোলীকে জিজ্ঞেস করলাম যাবে? এক মাসের বাচ্চা এখনো শব্দ করতে পারেনা কিন্তু মুখাবয়বে দন্তহীন স্বর্গীয় হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল। কেমন যেন অলস হয়ে গিয়েছি। একটি দুটি দিন করে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসছে। এমনিতেই গ্রীষ্মের সময়টুকুন বাদ দিলে চমৎকার ভীষণ প্রকৃতির ইউরোপে যে কোন সময় গরম, ঠান্ডা, তুষার, রোদ, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি সবই সম্ভব। প্রকৃতিকে যেহেতু দোষারোপ করে কোন লাভ নেই। সুতরাং সকলকেই সমস্ত পরিস্থিতির জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। জ্যাকেট এবং ছাতা তো অবশ্যম্ভাবী পাশাপাশি আরো প্রয়োজনীয় সামগ্রীও। এই অবশ্যম্ভাবীদের প্রথমটিই (জ্যাকেট) আমাদের বিগত ছুটিতে ভুল হয়ে যাওয়ায় হাড়ে হাড়ে ইউরোপ অনুভব করে তারিখ নির্নয়ে আর দিনপঞ্জির প্রয়োজন হয়নি বিধায় এবার সেপ্টেম্বরের ইউরোপের শীত ততটা না পড়লেও জ্যাকেটের দিকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে অলসতায় আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, পরশু নয় যাবার দিন সকালে গোছাব করে করে সময় পার করে দিলাম। অনেকটা বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষার প্রস্তুতির মত। সময় হিসেব করে রেখেছি জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট থেকে বেলজিয়ামের লোমেল (Lommel) পর্যন্ত বড়জোর সাড়ে চার ঘন্টার ড্রাইভ হবে।

তো যাবার দিন চলে এল। ২২শে সেপ্টেম্বর সোমবার, সকালবেলা গোছানোর দৌড় শুরু হল। লিপি মা এবং তার ১০০% দৃষ্টি বাচ্চার প্রয়োজনীয়তার দিকে প্রথমত এবং তারপর অন্যত্র। এক সময় সবকিছুই নিয়েছি অনুভব করে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। রৌদ্রজ্জল দিন, মুলতঃ এখন ছুটির সময় নয় এবং সোমবার কর্ম শুরুর দিন বলে সকাল দশটার দিকে রাস্তায় ট্রাফিকের সংখ্যা কম। ট্রাফিকজ্যাম মুক্ত রাস্তায় পালা করে গাড়ি চালিয়েও আমার হিসেবের ভুল প্রমাণিত হল। ছোট্ট বাচ্চার ডাইপার পাল্টানোর বিরতির কথা হিসেব করতে একেবারেই ভুলে গেছি। বিকেল চারটার দিকে বেলজিয়ামের ছোট শহর লোমেল এর ডে ফোসেমেয়ার (De Vossemeer – একটি লেকের নাম) এর সেন্টার পার্কস এ এলাম।

বেলজিয়ামে এসে পৌছতে প্রথমেই যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহল বেলজিয়ামের রাস্তার নেভিগেশন সাইনগুলো। এগুলো জার্মানির মত ততটা সুন্দর না হওয়ায় অনেক বেশী মনোযোগের প্রয়োজন এখানে। তদুপরি একেবারে কাছাকাছি এসে রাস্তার মেরামতের জন্য ডাইভারশনের ধাঁধাঁয় পড়লাম। এখানে চমৎকার বন্ধুত্ব মুলক সহযোগিতা পেলাম, এক বেলজিয়ান এবং আমারই মত ধাঁধাঁয় পড়া এক সহ উদ্দেশ্যিক ওলন্দাজ পরিবারের কাছ থেকে। ওদেরকে ধন্যবাদ।

রিসেপশান থেকে চাবি নিয়ে আমাদের বাংলোর উদ্দেশ্যে চল্লাম। বরাবরের মত, অনেকটা পরীক্ষার হলে প্রশ্ন পত্র পাওয়ার মত উত্তেজনা মনে, না জানি কেমন হবে বাঙলোটি! বিশেষ করে ডেনমার্কের বিগত স্ট্যান্ডার্ট ফ্ল্যাট লিপির মনোপুত না হওয়ায় এবার আমি কমর্ফোট বাংলো নিয়েছি। ভালো তো অবশ্যই হওয়া উচিত। ফ্ল্যাটে যাওয়ার পথেই উত্তেজনা বেড়ে গেল, ওমা! এতো দেখছি জংগলের মধ্যে চলেছি। এমনিতেই পাতা ঝরার দিন, ঝরা পাতায় বড় রাস্তা থেকে বাংলো পর্যন্ত যাওয়ার ২০ মিটার পায়ে চলার পথ ঢেকে আছে। এমন আশা করিনি। দুরু দুরু বুকে চাবি দিয়ে বাংলোর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম।

আসলে ক্যাটালগের ছবিতে দেখে এবং ভাড়ানুযায়ী সত্যি আমার প্রত্যাশা এবার অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যেই বাংলোর ঝরা পাতা ঢাকা প্রবেশ পথে সে উর্ধ্বাবস্থানের সুতোই ক্রমেই টান লাগছিল। মনে শুধু একটাই ভয় এবারও ডেনমার্কের মত হতাশ হলে বেচারি লিপি এবার আমার উপর আস্থাই হারিয়ে ফেলবে। আমার পেছন থেকে শব্দ হল
ওয়াও! খুব সুন্দর!
তার মানে পছন্দ হয়ে গেছে?
কুমড়ো যখন কেটেই গিয়েছে তখন আর বটির ধার পরীক্ষা করবার প্রয়োজন পড়ছে কার? আমার আরো চিৎকার। ফ্যান্টাস্টিক, সুন্দর, চমৎকার ইত্যাদি ইত্যাদি।

চমৎকার ড্রইংরুমের মাঝে মডার্ন কুকিং স্পেস দেখেই লিপি খুশি, প্রচন্ড খুশি। সত্যি বিচিত্র এ মানব চরিত্র। সঠিক পছন্দে মিলিয়ে দিতে পারলে কত অল্পতেই খুশি করা সম্ভব অন্যথায় আকাশ ভেংগে দিলেও ততটা নয়। দুটি বেডরুম, অর্থাৎ একটা খালি পড়ে থাকবে। তারমানে আরও এক দম্পত্তি দিব্যি আমাদের সাথে এসে হলিডে করে যেতে পারতো।

বেডশীট, তোয়ালে ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে সাজানো গোছানো। খুব দ্রুত আমরা আমাদের ফ্লাটের প্রবেশ পথটা ঝাড়ুদিয়ে ঝরা পাতা সরিয়ে ফেললাম। হ্যাঁ, এখন বলা যেতে পারে এর থেকে সুন্দর আমরা আশা করিনি।

আমরা আমাদের সুন্দর ফ্ল্যাটটি মনের মত করে সাজিয়ে গুছিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কেনাকাটায়। পাশেই সুপার মার্কেট। বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই আমরা চললাম কেনাকাটা সেরে ফেলতে। দেখলাম আমাদের বাংলোটা সেন্টার পার্কস সেন্টারের সন্নিকটেই এবং চমৎকার ট্রাইবহাউজ সদৃশ সবৃহৎ গ্লাস হাউজের অভ্যন্তরে রয়েছে আরো এক মনোরম পার্ক বসন্তোপযোগী তাপমাত্রায়। প্রাকৃতিক পার্কের মাঝের এ কৃত্রিম পার্কের অভ্যন্তরে রয়েছে রেস্টুরেন্ট, থিয়েটার, সুইমিংপুল, ক্লাব, সপিংসেন্টার ইত্যাদি সবকিছু। রয়েছে কৃত্রিম ঝর্ণা এবং জলপ্রবাহ (হয়তোবা নদী বললে ভাল হত)। আর সে জলপ্রবাহে কিলবিল করছে বিভিন্ন ধরনের মাছ এবং পায়চারি করছে সারস পাখি। মজার ব্যাপার দীর্ঘ দিনের পারস্পারিক সহাবস্থানে মনে হল মাছগুলি ও সারসের মাঝে চমৎকার বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ায় ওরাও ওদের প্রাকৃতিক সম্পর্ক ভুলে কৃত্রিম বন্ধুত্বে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। জলপ্রবাহের নির্ঝর শব্দের সাথে সমগ্র সেন্টারে নেপথ্য থেকে বাজছে এক ধরণের অপূর্ব উপযোগী মিউজিক। গাছগুলোতে অলস ভাবে বসে থাকা কাকাতুয়াগুলি হঠাৎ করে করেই পাখা ঝাপটা দিয়ে ডেকে উঠছে কুক্ কুয়েক করে সবাইকে চমকে দিয়ে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমতার এক চমৎকার সংমিশ্রণ, যা আমার পুর্বে কখনো দেখা হয়ে ওঠেনি।

এ সংমিশ্রণ যত দ্রুত সম্ভব উপভোগ করে আমরা ঢুকে পড়লাম সুপার মার্কেটে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহে। নতুন কোন দেশে এলে সে দেশের টেলিভিশন প্রোগ্রাম এবং দ্রব্যমুল্য আমাকে ভীষনভাবে আকর্ষণ করে সে দেশের মানুষের জীবন যাত্রা সর্ম্পকে ধারণা পেতে। প্রথমটির সময় আরেকটু পরে। দ্বিতীয়টির সময় হয়ে এল এখন, তদুপরি ইইসির কল্যাণে দু দেশের অভিন্ন মুদ্রা ‘ইউরো’। চমৎকার পরিবেশের সুপার মার্কেটে ঢুকেই পকেটের মানিব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরলাম, সন্দেহাতীত এখানে প্রচন্ড দাম হবে এবং এক বোঝা বেরিয়ে যাবে। হায়! হায়! কি হবে তখন? না শুধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিনতে হবে।
ওমা! একি! এতো দেখি সাধারণ দাম।
একমাত্র অ্যালকোহল এবং টোব্যাকো ব্যাতিত অন্য সমস্ত কিছুর মুল্য জার্মানির মতই। নিশ্চই ইউরোপের অন্য দেশগুলির মত এখানেও ও দুটি সামগ্রীর উপর সরকারারোপকৃত ট্যাক্স জার্মানিপেক্ষা বেশী। আগে না হলেও এবার সত্যি বেরিয়ে গেল টাকা। কেননা প্রচুর দাম স্বাভাবিক হওয়ায় কেনাকাটা হল। সত্যি সেন্টার পার্কস সবকিছু দিয়ে এত সুন্দর করে সাজিয়েছে যে একটা ফ্যামিলি বাচ্চাদের নিয়ে কানায় কানায় উপভোগ করতে পারে এবং সবকিছুই ক্রয়ক্ষমতার মাঝে। আমাদের ৬ সপ্তাহের সিভোলীকে নিয়ে কী আনন্দ। হলিডেতো এমনটিই হওয়া উচিৎ। নিজেদেরকে সবদিক দিয়ে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতে হবে।

সকালের বিগ ব্রেকফাস্টের কেনাকাটা সেরে আমরা বাংলোতে ফিরলাম। লক্ষ্য করেছি সবাই কমবেশী (অন্তত: জার্মান বর্ডার সংলগ্ন বেলজিয়ামে) জার্মান বলতে পারে। সন্ধ্যায় টিভিতে জার্মান চ্যানেল গুলোর দৌরাত্ব দেখে তার একটি কারণ বলে অনুমান করলাম। বেলজিয়াম ও জার্মান ভাষার পাশাপাশি টিভিতে আরো পেলাম ফ্রেন্স, ইটালিয়ান ও ইংলিশ চ্যানেল। ছোট্ট একটা পৃথিবী নামক গ্রহের ১/৩ অংশ আমরা মানুষেরা পৃথিবীটাকে কত ভাগে ভাগ করে রেখেছি। বৃহত্তর অংশ জলভাগ যদিও ব্যবহারিকভাবে আমরা তাকেও ভাগ করে ফেলেছি। আমরা শুধু ভাগ করতে জানি। জানিনা এ ভাগাভাগি আমাদের কি সুবিধা দেয়। তবে ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর অধিকাংশ যুদ্ধ, মৃত্যু ও সমস্যাগুলির কারণ এ ভাগাভাগি। উদাহরণ স্বরূপ

বলাযেতে পারে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের কথা। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী যুদ্ধময় ভূখন্ড আজ পদ্ধতিগতভাবে এক বলে বিগত ৫০ বৎসরে সেখানে যুদ্ধ প্রায় অন্তর্হিতই হয়েছে বলা যায়। ভারত রাষ্ট্রটি অনেক জাতিগোষ্ঠীর সমষ্ঠি একটি দেশ। এ সমস্ত জাতিগোষ্ঠীগুলো স্বাধীনতা প্রাপ্ত হলে যুদ্ধ, মৃত্যু ও সমস্যা এ এলাকার নিত্যসংগী হত। ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্রের উত্থানই এর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আরো প্রমান হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে পুর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মাধ্যমে উদ্ভুত স্বাধীন জাতি-গোষ্ঠীগুলোর বর্তমান সমস্যা গুলো যা পুর্বে অবর্তমান ছিল। তো আমাদের বর্তমান অবস্থান বেলজিয়ামের লোমেল শহরটি তেমনি দুভাগের মাঝামাঝি অবস্থানে অর্থাৎ বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের সীমান্ত এলাকায়।

পরবর্তী দিন অর্থাৎ কি না আমাদের হলিডের দ্বিতীয় দিন বিগ ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা গাড়ি ছাড়লাম হল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী বড় শহর Eindhoven এর উদ্দেশ্যে। দুদেশের মধ্যবর্তী সেই সীমান্তরেখা এবং চেকপয়েন্ট অনেক আগেই উঠে যাওয়ায় আমরা যে ঠিক কোন মহূর্তে বেলজিয়াম ছাড়িয়ে হল্যান্ড ঢুকে পড়লাম বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই লক্ষ্য করতে পারলাম রাস্তা এবং রাস্তাপার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলি আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এবং বাড়ীগুলির পাশ দিয়ে সুন্দর ফুল গাছও গজিয়ে উঠেছে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না আমরা এখন হল্যান্ডে। আরো নিশ্চিত হতে পার্শ্ববর্তী পেট্রোলপাম্পে তেলের মূল্য লক্ষ্য করলাম, বেড়ে গিয়েছে। হ্যাঁ আমরা হল্যান্ডেই। রাস্তার এলাকার নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড গুলো আমাকে মোটেও সহযোগিতা করছিল না। কারণ বেলজিয়ান ও ওলন্দাজ দুটি ভাষাই আমার কাছে অপরিচিত।

Eindhoven বড় শহর, তবুও পার্কিং পেতে কষ্ট হলনা। ইমারতসমূহ এবং প্লান দেখে শহরটাকে আমার প্রাচীন মনে হল না। আজকের আবহাওয়া প্রথমে ভাল থাকলেও এখানে আসতেই শুরু হল বৃষ্টি। আমাদের বিগত ছুটিতে আমরা বসন্তের ডেনমার্কে সাথে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম জ্যাকেট, যার খেসারত কমবেশী যথেষ্ট দিতে হয়েছিল। এ জন্য এবার শরতে সেদিকে যথেষ্ট লক্ষ্য রেখে ছিলাম। কেননা গ্রীষ্মের আগে ও পরে বসন্ত এবং শরৎ দুটোই ইউরোপে ঠান্ডা। তো অনেক তাড়াহুড়ার মাঝেও জ্যাকেটের প্রতি যথেষ্ট প্রায়োরিটি দিয়ে বাংলোতে এসে আমরা আমাদের এবারের ভুলটা ধরতে পেরেছিলাম। আর তা ছিল আসবার দিন অর্থাৎ গতকাল জার্মান আবহাওয়া গ্রীষ্মসম ভাল থাকায় আমরা যে স্যান্ডেল পরিহিত অবস্থায় ছিলাম, সে ভাবেই চলে এসেছিলাম অতিরিক্ত জুতো সাথে না নিয়ে। আজকে ঠান্ডা হওয়ায় আমরা অনোন্যপায় হয়ে তার সাথে মোজা পরে নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন বৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টির ফোটাগুলি এত বড় যে ছাতার বাইরে পড়লেও দিব্যি ছিটিয়ে চলে আসছে। Eindhoven একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর শহর। পর্যটক মাত্রেই ভাল লাগবে।

দ্বিতীয় দিন ওয়েদার আমাদের শত্রু হয়ে গেল। স্যান্ডেল পরে আমরা দু অসহায় আবহাওয়ার কাছে পরাজয় মানতে বাধ্য হলাম। না আজ আর দুরে কোথাও নয়। সেন্টার পার্কসেই, ছাতা এবং জ্যাকেট সংগ্রহে রেখে বেরিয়ে পড়লাম। স্ট্রলার (বেবি বাহক গাড়ী) এ ৬ সপ্তাহের সিভোলীর জন্য নিশ্চই ঘুমই সবচেয়ে বড় উপভোগ। ওকে খুব ভাল করে ঢেকে দিয়েছে লিপি এবং পর্যাপ্ত পরিমান দুধ এবং ডাইপার সাথে নিয়েছে। আমাদের জন্যও স্যান্ডউইচ এবং কোল্ডড্রিংক।

মার্কেট সেন্টারের পাশে 'ডিসকোভারি বে'। ঢুকে পড়লাম। বর্ণনায় ফুটিয়ে তোলার ভাষার অপর্যাপ্ততা এখন আমার মাঝে। অর্ধেক ডিজিটাল মানুষ আমি একমাত্র ডিজিটাল মাধ্যমেই একে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। দুর্গম, অ্যাডভেঞ্চারাস, মোহনীয় এ 'ডিসকোভারি বে' কে এমন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যে একজন শিশু বা কিশোর এখানে পুর্বপঠিত বা শ্রুত দুঃসাহসিক অভিযাত্রার গল্পটিকে বাস্তবে পেতে পারে। আমার মাঝে একজন শিশুর বসবাস এবং সে এখন পুরোদমে বেরিয়ে এল ডিসকোভারি বে উপভোগ করতে। ধন্যবাদ আবহাওয়া, তোমার সুবাদেই আজ এখানে আসা হলো। বলাই বাগুল্য ডিসকোভারি বে একটি বৃহৎ ট্রাইবহাউজ।

দুখন্ডে বিভক্ত একটি বড় লেকের পাড় দিয়ে এভারগ্রীন এবং পাইন গাছ ঘেরা সেন্টার পার্কস। এই পার্কের মাঝে লেকের পাড় দিয়ে বাংলোগুলো গড়ে উঠেছে। রোদেলো মেঘলা পরিবেশে আমরা আজ সমস্ত পার্কটাকে ঘুরে দেখলাম। মেঘলা আকাশের ভাঙা ভাঙা মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ সুর্য বেরিয়ে এলে শান্ত লেকের পাড়ে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। উপভোগ করবার জন্য দাড়িয়ে যাই।

লুকিয়ে গেলে আবার চলা। দেখার এবং উপভোগের এতকিছু রয়েছে যে আমাদের সমস্ত সময়টি যেন তার জন্যই অপর্যাপ্ত। গল্ফ, সুইমিং, প্লেগ্রাউন্ড, থিয়েটার, লাইভ মিউজিক কি নেই? বিকেলে আমরা বাচ্চাদের থিয়েটার দেখলাম। থিয়েটারের পর সবার সাথে হাত মেলানোর পালা। থিয়েটারের পাত্র পাত্রিরা মাথা বোঝাই কালো চুলের ৬ সপ্তাহের সিভোলীকে দেখে প্রচন্ড আগ্রহে কোলে নিতে চাইলো। আমিও ইতস্তত করলাম না। শুরু হল যেন আরেক উৎসব সিভোলীকে নিয়ে। কেননা এ উৎসবের সবচেয়ে ছোট অতিথি ছিল সে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অলিখিত রাজধানী বেলজিয়ামের রাজধানী শহর ব্রুসেল্স। পুরাতন ঔপনিবেশিক শক্তি বেলজিয়ামের এ রাজধানী শহরকে দেখবার ইচ্ছে বাদ দিতে পারলাম না। দেড়ঘন্টার ড্রাইভ করে তৃতীয় দিন আমরা এলাম ব্রুসেল্সে। গাড়িটাকে কোথাও র্পাক করে ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশান সেন্টার থেকে শহরের মানচিত্র সংগ্রহ করে সারাদিন আমরা শহরটাকে

ঘুরে দেখলাম প্রধান প্রধান অংশগুলি। মধ্যযুগীয় বৃহৎ অট্টালিকাগুলি আধুনিকযুগীয় সুউচ্চ অট্টালিকাগুলির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন আর পুরাতনের মিশ্রনই যেন এ শহরের বড় সৌন্দর্য। অসমতল পাহাড়ি এলাকায় গড়ে উঠেছে শহরটি।

সবচেয়ে ভাল লাগছিল আমার ট্রামে করে যখন পাহাড়িয়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠছিলাম। প্রচুর সংখ্যক বিদেশীর বসবাস এখানে। বড় শহর মানুষকে দ্রুত ক্লান্ত করে তোলে এবং তদুপরি শহর কর্তৃপক্ষের পক্ষে ইউরোপীয় অন্যান্য এলাকার তুলনায় পরিচ্ছন্নতা টিকিয়ে রাখা এখানে কঠিন বলে মনে হল। এদিকে ছোট্ট সিভোলীর পেটের অসমতার সাথে আমাদের সাথে আনা ডাইপারের সমতা পরাজয় স্বীকার করায় আমরাও চাপের মুখে থাকলাম সর্বক্ষন। অবশেষে সন্ধ্যায় বাংলোতে ফিরে এসে যেন স্বস্তির দ্বীর্ঘশ্বাষ ছাড়লাম।

চতুর্থ দিন সকালে উঠে ব্যথিত মনে সবকিছু গোছাবার পালা। ছুটির দিনগুলি আমাদের সসীম প্রাপ্তির আশাকে অসীমতায় ছড়িয়ে দিয়ে ফুট্ করেই যেন ফুরিয়ে গেল। ড্রাইভিংয়ের দ্বায়িত্বে লিপি, এক বোতল দুধ পান করে পুরো লোড হয়ে পেছনের সীটের উপর আরেকটা বেবি সীটে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে সিভোলী। আর ব্যথিত মনে ফেরার পথে আমার প্রচেষ্টা চলছে ডিজিটাল মাধ্যমে ছুটির বাদবাকি স্মৃতিটুকুন ধরে রাখবার। আসবার পথের সেই অশেষ রাস্তাটা এবার দ্রুত শেষ হয়ে এল। বিকেল চারটা নাগাদ আমরা আমাদের পরিচিত সেই চার দেয়ালের মাঝে নিজেদের খুঁজে পেলাম। মনটা ছড়িয়ে রেখে এলাম Center Parcs, De Vossemeeren এ।